আজকাল

www.aajkaal.in কলকাতা ২৬ বৈশাখ ১৪২৩ সোমবার ৯ মে ২০১৬ শহর সংস্করণ * * ৪.০০ টাকা • ১৬ পাতা

Maulana Abul Kalam Azad Institute of Technology CENTRAL LIBRARY Kolkata-700 150

সেরা প্রশিক্ষণে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও নিয়োগ দক্ষতা বাড়ানোই লক্ষ্য

দক্ষিণ কলকাতার লাইফলাইন ইএম বাইপাসে ব্যস্ততম মোড় রুবি হাসপাতাল ক্রসিং। এখান থেকে সামান্য এগোলেই গড়ে উঠছে কলকাতার নবতম আকর্ষণ, সর্বোচ্চ রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেক্স, আরবানা। এই আরবানার পাশেই অবস্থিত টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের উষ্ণীষের অন্যতম চমকদার পালক, মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমএসআইটি)। ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট টপার বা তাদের অভিভাবকদের পছন্দের তালিকায় কেন বরাবর থাকে এমএসআইটি? প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ড. তীর্থঙ্কর দত্ত বললেন, একে তো কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, তায় পরিকাঠামোয় রাজ্যের অন্যতম সেরা। চাহিদা তো হবেই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রের একেবারে শীর্ষমানের ফ্যাকাল্টিদেরই কর্মভূমি এই প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সালে স্থাপিত এই কলেজে বর্তমানে পড়ানো হয় ৬টি ডিগ্রিস্তরীয় স্ট্রিম [কম্পিউটার সায়েন্স (৬০), সিভিল (১২০), ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন (৬০), মেকানিক্যাল (৬০), ইলেকট্রিক্যাল (১২০), ইনফরমেশন টেকনোলজি (৬০) এবং ৫% টিউশন ফি ওয়েভার ধরে মোট আসন ৫০৪টির মতো]। ৮০% আসনে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট, ১০% আসনে জেইই মেন এবং ১০% আসনে ম্যানেজমেন্ট কোটায় ভর্তি নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি রয়েছে বিবিএ (৬০), বিসিএ (১২০), কম্পিউটার সায়েন্সে এম টেক (১৮), জিওটেকনোলজিতে এম টেক (১৮), ইলেকট্রনিক্সে এম টেক (১৮), এমবিএ (৬০), এমসিএ (৬০)-এর মতো কোর্সগুলিও। তীর্থঙ্করবাবুর দাবি, কলকাতার আর কতগুলো কলেজে এমএসআইটির মতো সেরা মানের পড়াশোনার পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবনে জোর দেওয়া হয়, বলতে পারব না। গুরুত্ব দেওয়া হয় পড়ুয়াদের 'এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলস' বাড়ানোর ওপর। এখানে 'ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ' নামে একটা আলাদা প্রতিযোগিতা করানো হয়, যেখানে পড়ুয়ারা তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রদর্শন করতে পারে শিল্পক্ষেত্রের তাবড় তাবড় আধিকারিকদের সামনে। হ্যান্ডস অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপোজারের পাশাপাশি নিয়মিত এখানে লেকচার দিতে আসছেন দেশ-বিদেশের নামী প্রতিষ্ঠান, শিল্পসংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশারা। পুরোপুরি র‍্যাগিং মুক্ত ওয়াই ফাই ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে আলাদা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের ক্লাব (মিউজিক ক্লাব, কোরিয়োগ্রাফি ক্লাব, ক্যুইজ ক্লাব, ডিবেট ক্লাব, ফটোগ্রাফি ক্লাব ইত্যাদি)। প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য নিজস্ব প্লেসমেন্ট সেলের পাশাপাশি রয়েছে নানা সোসাইটি (আই ট্রিপল ই স্টুডেন্টস ব্রাঞ্চ, আইটি ইউকে স্টুডেন্টস চ্যাপটার, এসইএম স্টুডেন্টস ব্রাঞ্চ, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ইত্যাদি)। অ্যাপাস ইন্ডিয়া, কগনিজ্যান্ট, বামার অ্যান্ড লরি, পস্কো, বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম-এর মতো নামী প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চ পদাধিকারীদের গাইডেন্স তো উপরি পাওনা। কলেজেই রয়েছে একেবারে বিশ্বমানের ল্যাব ও ওয়ার্কশপ। সর্বশেষ টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অনুযায়ী ইনস্ট্রুমেন্টস, সফ্টওয়্যার (জাভা, ডট নেট, হাডুপ, বিগ ডেটা), প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত। এমনিই কি আর টিসিএস, কগনিজ্যান্ট, উইপ্রো, ইনফোসিস, এল অ্যান্ড টি, মিউসিগমার মতো কোম্পানিগুলিতে ৮০ শতাংশের বেশি প্লেসমেন্ট মেলে? এ বছর সবচেয়ে বেশি সিটিসি মিলেছে ৬.৫ লাখ, গড় ৩-৩.৫ লাখ। আরও জানতে চান? যোগাযোগ করার ঠিকানা: মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমএসআইটি), টেকনো কমপ্লেক্স, মাদুরদহ, এনআরআই কমপ্লেক্সের পাশে, উচ্ছেপোতা, কলকাতা-১৫০, ফোন: ০৩৩-২৪৪৩ ১৭৫৪, অ্যাডমিশন সেল: ৯০৫১৪ ৮১৭৪২, ৯০৭৩১ ৬২১৫৩, ৯৮৩০১ ২৭৫৮৫, ই-মেল: principal@msit.edu.in, ওয়েবসাইট: www.msit.edu.in।